যুগান্তর

তারিখ 13 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

দাতাদের চাপে এমপিও বন্ধ বাজেটে বরাদ্দ থাকছে না

মুশতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার আর কোনো এমপিও দেবে না। নয়া বাজেটে এ খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। তবে এমপিওর পরিবর্তে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য থোক বরাদ্দ দেয়া হবে। মূলত দাতা সংস্থার চাপে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা হিসেবে যে অর্থ দেয়া হয় তার নাম এমপিও। বর্তমানে সারা দেশে ৮ সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিও পান না। সরকারি হিসাব মতে, এসব বন্ধ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বন্ধ : চাপে এমপিও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানকে যদি এমপিও দিতে হয়, তাহলে বছরে অন্তত ১৬শ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে। ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন। গত কয়েকদিন ধরেও সারা দেশে তারা মানববন্ধন-সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন। এদের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আসন্ন বাজেটের এমপিও খাতে ৩১ কোটি ৩১ লাখ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনাও পাঠিয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দিয়েছে।

এমপিও খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করার তথ্য নিশ্চিত করেছেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। তবে দাতাদের চাপে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এমপিও খাতের অর্থ ইতিপূর্বে অপব্যবহার হয়েছে। এটি বন্ধ করতে সরকার নতুনভাবে এ খাতে বরাদ্দ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য বিশ্বব্যাংক ২০০৭ সাল থেকে চাপ দিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের মার্চ মাসে সংস্থাটির ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইডিএ) সুপারভিশন মিশনের সদস্যদের সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষা সচিবের বৈঠক হয়। তাতে শিক্ষার বিভিন্ন সেক্টরে মোট ১২ দফা সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে এমপিওর পরিবর্তে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল, পাঠদানের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতি শিক্ষার্থী অনুপাতে মঞ্জুরি প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও বোর্ড থেকে পরামর্শও নেয়।

বিশ্বব্যাংকের গত বছরের অক্টোবরের এক তথ্যে দেখা গেছে, এমপিও প্রসঙ্গে তারা শিক্ষকদের গ্রুপভিত্তিক পারফরমেন্স (কাজ), শেয়ার্ড অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি (সম্মিলিত জবাবদিহিতা), পারফরমেন্স পে-সিস্টেম (কর্মগুণের ভিত্তিতে বেতনদান ব্যবস্থা) দৃষ্টান্ত তুলে এনেছে— যা বর্তমানে চিলি, চীনের সাংহাই, ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সিঙ্গাপুরে বিদ্যমান। এসব নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ও মানের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন অবশ্য তারা মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে।

আসন্ন অর্থবছর থেকে আর কোনো এমপিও না দেয়ার প্রথম আভাস দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ২৭ এপ্রিল রাজধানীতে এক প্রাক-বাজেট আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, এমপিও পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। দেশে এমপিওভুক্ত যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার অধিকাংশই ভুঁইফোড়। উত্তরাঞ্চলে এমনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ১১ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১০ জন। এজন্য চলতি অর্থবছরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত [illegible] এমনকি ভবিষ্যতে এ খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হবে না।

বর্তমানে সারা দেশে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ২৭ হাজার ৯৬২টি। এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে এমপিও সুবিধাভোগী রয়েছেন সর্বমোট ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৭১১ জন। এদের পেছনে বর্তমানে এমপিও বাবদ সরকারের বছরে ব্যয় হয় ৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের ৬৪ ভাগেরও বেশি। এর বাইরে এমপিওভুক্ত নয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে যাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৮ সহস্রাধিক। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারের জনবল কাঠামো অনুযায়ী গড়ে ২০ জন করে ধরা হলে সর্বমোট কর্মরত রয়েছেন দেড় লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী। এমপিওর দাবিতে তারা বর্তমানে সারা দেশে আন্দোলন করছেন।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী স্কুল ম্যাপিং, দূরত্ব কিংবা জনসংখ্যা ইত্যাদি বিচারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কথা। প্রতি ৭৫ লাখ মানুষ একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে। কিন্তু রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে প্রাপ্যতার চেয়ে ৩ হাজার ১৬২টি স্কুল-কলেজ বেশি রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে অনর্থক বছরে প্রায় সাড়ে ৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়। আবার নানা অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে এমপিও নিয়ে যাচ্ছে এমন অর্থের পরিমাণ অন্তত ৩০০ কোটি টাকা। সে হিসাবে এমপিও খাতের ৮০০ কোটি টাকাই গচ্চা যাচ্ছে।

এ কারণেই ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এমপিওর অর্থ নিয়ে নয়-ছয় এবং এই ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও ৫ বছরে দেশে অন্তত দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয়ার আগে 'এমপিও চাওয়া যাবে না'— এমন অঙ্গীকারনামা নেয়া হয় নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও এমপিওর সদ্ব্যবহার প্রশ্নে নাখোশ। ১৯ এপ্রিল রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এমপিও খাতে বর্তমানে ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হচ্ছে।